০১-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিচার সাগর মন্থন করে শ্রীকৃষ্ণ ও পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্য- টি স্পষ্ট করো"
(শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে)

প্রশ্ন:- ব্রহ্মা বাবা নিজের সঙ্গে কি কথা বলেন ? উনি কোন্ কথায় আশ্চর্য অনুভব করেন ?

উত্তর :- ব্রহ্মা বাবা নিজের সঙ্গে কথা বলেন - জানি না কেন ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে ভুলে যাই। এমন তো নয় বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন শিববাবার স্মরণ থাকে, বাবা চলে গেলে স্মরণে থাকে না । কিন্তু আমি ওঁনার সন্তান, এই বিস্মৃতি কেন হয়? তাহলে কি আমার স্মরণের দ্বারা-ই বাবা আসেন ? ব্রহ্মা বাবা এমন এমন কথা ভেবে আশ্চর্য অনুভব করেন ।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর আমরা হলাম সেই প্রেমের পিয়াসী ...

ওম্ শান্তি। শিববাবা বসে নিজের হারানিধি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে গীতার ভগবান কে ? কারণ এইসময় ভারতে আছে অজ্ঞানতার অন্ধকার। একেই বলা হয় ঘন অন্ধকার, অজ্ঞানতার আঁধার । তারপরে আলো চাই জ্ঞানের আলো। পরমপিতা পরমাত্মা-কেই মানুষ জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল ভাবে, বিশ্বাস করে। আচ্ছা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? নদীর জল দিয়ে ভরপুর স্নান করে। তোমরা জ্ঞানের সাগরের কাছে কি প্রাপ্ত করো ? একটি ফোঁটা। বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান - আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, তোমাদের জ্ঞানের এক ফোঁটা প্রদান করি। কিসের ফোঁটা ? শুধুমাত্র এই বলি - আমি তোমাদের পিতা। তোমরা আমাকে স্মরণ করো। এই ভাবো যে আমরা নিজের শান্তিধাম-সুখধামে যাই।

জ্ঞানের সাগর এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বৈকুন্ঠে পাঠিয়ে দেন। ঘরে বসেও দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেন। মানুষ তো একে অপরকে সামনা সামনি দৃষ্টি দেয়। বাবা ঘরে বসে সাক্ষাৎকার করান। এক ফোঁটা প্রাপ্ত করে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এখানে বসে বসে তোমরা বৈকুন্ঠে চলে যাও। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। গীতার ভগবান কে ? তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর নিরাকার। মানুষ তো গায়ন করে শ্রী কৃষ্ণের জন্যে। এখন তোমাদের বোঝাতে হবে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান শোনান নি। প্রথমে বলা হয় কৃষ্ণ মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। কংস পুরী ছিল। পরে আওয়াজ হয় - হে কংস, তোমার হত্যাকারী এসেছে। এই কথা তো জানো যে সবাই হল অসুর। কংস, জরাসন্ধ , অকাসুর, বকাসুর পাপ আত্মারা সবার বিনাশের জন্যে কৃষ্ণের জন্ম দেখানো হয়। অর্থাৎ শ্রী কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন। তিনি ছিলেন শিশু। তাহলে জ্ঞান কবে শুনিয়েছেন ? তারা তো যুদ্ধের ময়দানে কৃষ্ণের বড় বয়সের রূপ দেখিয়েছে , শিশু রূপ দেখায়নি। যদিও কৃষ্ণ জয়ন্তীর পরে গীতা জয়ন্তী দেখানো হয়। কিছু কাল পরে যখন বড় হয়েছে তখন হয়তো জ্ঞান দিয়েছে । এও দেখানো হয় - জন্ম নিয়েছে। সময়ও দেখানো হয় - রাত্রির সময়। এখানে তোমরা দেখছ শিববাবার আগমন হয়েছে। কেউ জানেনা যে কখন প্রবেশ করেন। শিববাবা তো শিশু হন না। তিনি তো বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসেন। কবে আসেন - তার কোনো ডেট নেই। কৃষ্ণের তো তিথি তারিখ আছে এবং গর্ভে জন্ম হয়েছে।এখানে শিববাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার শৈশব নেই, যে বড় হয়ে জ্ঞান শোনাবেন। কৃষ্ণ তো

মানুষ ছিল। মানুষকে জ্ঞানের সাগর বলা হবেনা। তাঁর তো জন্ম-ই হয়েছে স্বর্গে। তিনি কাউকে রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই হলেন রাজা। সঠিকভাবে তোমরা জানো যে নিরাকার বাবা এসে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। পতিতদের পাবন , রাজার রাজা করেন।

ওই হদের রাত ও দিন এবং বেহদের রাত ও দিনের অর্থও পৃথক। এই হল সঙ্গম যখন ব্রহ্মার রাত পূর্ণ হয়ে ব্রহ্মার দিন শুরু হয়। এই হল বেহদের রাত্রি, অজ্ঞানের অন্ধকার। সত্যযুগ হল আলোময় সকাল। রাতের কোনো কথা নেই। তারা তো কৃষ্ণের জন্ম রাতে পালন করে। ওই হল হদের কথা, এই হল বেহদের কথা। বাবা বলেন আমি আসি , আমার কোনো তিথি তারিখ নেই। কৃষ্ণ-রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিথি তারিখ আছে। মুখ্য হল দুটি।

এখন কৃষ্ণ জয়ন্তী আসছে তাই না ! তাদের বোঝাতে হবে কৃষ্ণ তো হল শিশু। রাত ও দিন হল ব্রহ্মার, সেটাই প্রসিদ্ধ । ব্রহ্মার দিন হল কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মার রাত হল ব্রহ্মা। ব্রহ্মা-ই আবার কৃষ্ণের রূপে জন্ম নেন। কৃষ্ণের দিন অথবা কৃষ্ণের রাত বলা হবেনা। তারা ভাবে কৃষ্ণ হলেন ভগবান, সর্বস্থানে হাজির। অতএব এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। তোমাদের হল শিব জয়ন্তী বা শিব রাত্রি বল। শিব জয়ন্তী বলা ঠিক হবে। এইসবও বোঝাতে হবে। তিনি গর্ভে তো আসেন না। সাধারণ দেহে আসেন। কৃষ্ণের ৮-টি বংশ চলে। শৈশবে তাকে মোহন বা কৃষ্ণ বলা হত। যেমন প্রিন্স অফ ওয়েল্স হয় তেমনই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ সিংহাসনে সর্বপ্রথম বিরাজমান হয় - প্রিন্স অফ ইন্দ্রপ্রস্থ। তারপরে সে প্রিন্স থেকে রাজা হবে। কৃষ্ণ শব্দ নয়, মহারাজা নাম-ই গায়ন আছে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে মহারাজা - মহারানী বলা হয়। কিং শব্দটি ইংরেজদের , আসলে নাম হল মহারাজা-মহারানী। এমন নয় নারায়ণ জ্ঞান দিয়েছিলেন। স্বয়ংবর সভার পর কৃষ্ণ নারায়ণে পরিণত হন। এবারে এই জ্ঞানের সাগর শিবের নাম তো পরিবর্তন হয়না। একটি-ই নাম। ওঁনার রথ টি খুব বড়। এসেই জ্ঞান শোনানো আরম্ভ করেন। ইনি (ব্রহ্মা) কিছুই জানতেন না। এনার মধ্যে এসেছেন , সেসব বোঝা তো যায় , তবেই সাক্ষাৎকার করানো হয়। নলেজ দিচ্ছেন। এই সাক্ষাৎকারের রহস্য অথবা এই নলেজ প্রথমে বোঝা খুব কঠিন ছিল। বাবা নিজের অনুভব বলেন - প্রথমে বেনারসে গিয়ে দেওয়ালে গোলাকার ইত্যাদি তৈরি করি। বোঝা কঠিন ছিল যে এইসব কি ? কারণ উনি একেবারে শিশু সম হয়ে গিয়েছিলেন। নতুন জন্ম হয়েছিল কিনা। বলা হয় কিনা - বাবা, আমরা আপনার ৮ - ১০ মাসের সন্তান । অর্থাৎ আমিও সন্তান হলাম। তাই প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না। সেসব জ্ঞানের কথা ভিন্ন ছিল। আবোল-তাবোল কিসব লিখতাম। এখন তো শিখে শিখে কত বছর হয়ে গেছে! এখন বাবার কথা বুঝতে পারি। বাচ্চাদের কৃষ্ণ জয়ন্তী প্রসঙ্গে বোঝাতে হবে। চিত্র তো সঠিক আছে। ঝাড়ের চিত্রে ব্রহ্মার ছবি আছে। মাখন তো ইনি আত্মসাৎ করেন। বিশ্বের মালিকানা রূপী মাখন। কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রালব্ধ নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স তারপরে ওনার সন্তানরাও প্রিন্স হবে। এইটি হল ওনার প্রালব্ধ যা কলিযুগে তো ছিল না। তাহলে এই সূর্য বংশী প্রালব্ধ কে তৈরি করেন ? গায়ন আছে - জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন, ফলে অজ্ঞানতা রূপী অন্ধকারের বিনাশ হল। জ্ঞানের সাগর তো হলেন শিববাবা। তিনি এসেছেন ও স্বর্গের স্থাপনা করছেন। কন্ট্রাস্ট বলতে হবে। কৃষ্ণ কিভাবে গান করতে পারে, উনি তো শিশু। গর্ভে এসেছেন। দেখানো হয় - সেখানে কংস , জরাসন্ধ ইত্যাদি ছিল। কিন্তু সেখানে অসুর তো থাকতে পারেনা। অসুর এবং দেবতাদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। সুতরাং অসুর অবশ্যই কলিযুগের শেষে থাকবে, দেবতারা সত্যযুগের আদি কালে থাকবে। দুই জনের যুদ্ধ তো লাগেনি। মহাভারতের যুদ্ধ যথাযথ

আছে। দেবতারা তো এখানে থাকতে পারেন না। অসুরদের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ হয়েছে। মুসলমানদের রাজত্ব দেখছ। সঠিক ভাবে যাদব, কৌরব, পাণ্ডবও আছে।

পাণ্ডব হল অহিংসবাদী, যোগবলের অধিকারী। এখানে তো রক্তের নদী বয়ে যায়। শত্রুতা তো আছে। পার্টিশনের সময়ে রক্তের নদী ভালো রকমই বয়ে ছিল, তাইনা। ভাই-ভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল, তারা ভাই-ভাই তো তাইনা। যুদ্ধ তাদের হয়েছিল, নাহলে রক্তের নদী বইবে কিভাবে ? এরা তো একে অপরের খুন করে। তলোয়ার দিয়ে আক্রমন করে তবেই রক্তের নদী বয়। আর এই হল সঙ্গমের সময়। রক্তের নদীর পরে ঘি-এর নদী বইবে। কৃষ্ণ হল শিশু প্রিন্স। যদিও তারা বসে তারও গ্লানি করেছে । কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবেনা। দেবতাদের মহিমার গায়ন আছে - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম.... এইরূপ মহিমা সন্তানের হতে পারেনা। মহিমা সর্বদা রাজা-রানীর হয়। তারা লক্ষ্মী - নারায়ণকে সত্যযুগে এবং কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কত বড় ভুল করেছে ! লক্ষ্মী-নারায়ণের শৈশবের কাহিনী কেউ বলতে পারবেনা। রাম-সীতার কাহিনী একটু তো বলতে পারবে। কৃষ্ণের বিষয়ে উল্টো কথা বলে। কিছু ঠিক কথাও তো বলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো মহিমা গায়ন হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরম ধর্ম..... । আচ্ছা, তাঁদের রাজত্ব কে প্রদান করেছে ? মানুষের নাম শুনে কনফিউজ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বললে তোমরা চলে যাও সত্যযুগে। এইটি হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। কৃষ্ণ হওয়ার কথা বলা হয় না, একে সত্য নারায়ণের কথা বলা হবে। সত্য কৃষ্ণের কথা বলা হয়না। সত্য বাবা জ্ঞানের সাগর এই কথা শোনান। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা। তাতে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা সম্মিলিত আছে। তাঁদের ৮৪ জন্মের কথা দেখানো হয়েছে। শ্রী নারায়ণের কথা শুনে ভব সাগর পার হয়েছে। সঠিকভাবে বাবা বসে বাচ্চাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শোনাচ্ছেন।শ্রী নারায়ণ হলেন বরিষ্ঠ তাইনা। স্বয়ম্বর হওয়ার পূর্বে কে ছিলেন ? লক্ষ্মী নারায়ণ নাম ছিল নাকি অন্য কোনো নাম ছিল ? তাঁরা হলেন রাধে-কৃষ্ণ , যাঁদের স্বয়ম্বর হওয়ার পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম রাখা হয়েছে। বাবা রচনা বা এসেয় লিখতে দেন সেই বিষয়ে তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। সর্ব প্রথম ভুল হল এইটি। তোমরা জানো এখন হল কলিযুগ। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবও আছে। এখন কলিযুগের সময়ও আছে । কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হবে। বাবা বলেন - আমি গাইড হয়ে এসেছি, রাবণের হাত থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আত্মাদের-ই নিয়ে যাব।

গায়ন আছে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... এমন নয় যে কৃষ্ণ রয়েছেন বহুকাল। মহিমা কেবল মাত্র নিরাকারের - সুন্দর মেলা আয়োজিত হয় সদগুরুকে যখন দালাল রূপে কাছে পাওয়া যায়। এখানে তো সবাই গুরু। গায়ন আছে - দালাল রূপে সদগুরু প্রাপ্তি .... সত্য পরম পিতা পরমাত্মা দালাল রূপে প্রাপ্ত হন। এই সওদা দালাল দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই হল একরকম আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। আত্মা ও পরমাত্মা হল আলাদা। পরমাত্মা হলেন নিরাকার তিনি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ওঁনার সঙ্গে তোমাদের আশীর্বাদ হয়। নিজে দালাল স্বরূপে থাকেন। তিনি বলেন আমায় অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই শরীরে বসে বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি তোমাদের মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে যাব , তারপরে তোমাদের রাজত্ব দিয়ে নির্বাণধামে বিরাজিত হব। কৃষ্ণ এমন কথা থোড়াই বলবেন। এই হল আত্মা ও পরমাত্মা। কৃষ্ণ হলেন শিশু। অনেক কথা আছে বোঝানোর জন্যে। বাবা বোঝাচ্ছেন কিভাবে এনার মধ্যে প্রবেশ করা হয় ? তিনি বুঝতে পারলেন - আমি রাজার রাজা হই। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং মনে

আনন্দ হয়েছে। তারপরে বিনাশের সাক্ষাৎকারও হয়েছে। কিন্তু অত বোঝা যায়নি। এখন বোঝা যায় বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন – তুমি নয় থেকে নারায়ণে পরিণত হবে। কিন্তু সেই সময়ে অত বোঝার ক্ষমতা ছিলনা। যেমন রাত্রে বাবা বলছিলেন – কি হয় জানিনা যে শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এমন তো নয় বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন বুঝতে পারি বাবা এসেছেন, স্মরণ থাকে, বাবা চলে গেলে ভুলে যাই। পয়েন্ট শোনালে অনুভব হয় – বেহদের বাবা এসে শোনাচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজেই ভুলে যাই। তিনি কি আমার স্মরণের টানে আসেন ? এমন বলা হয় – আমি প্রতি ক্ষণে স্মরণ করি। তিনি এলে যদিও সবার কল্যাণ হয়। স্মরণ করা-ই হল মুখ্য। তিনি আসুন বা নাই আসুন, বাবাকে স্মরণ নিশ্চয়ই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে গীতা জয়ন্তী পালনের পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। প্রথমে হয় শিব জয়ন্তী তারপরে গীতা জয়ন্তী তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব হলেন বরিষ্ঠ । ফট করে এসে গীতা শুনিয়েছেন। শিশু নন। এইসব কথায় বিচার সাগর মন্থন করা উচিত – আমরা কিভাবে বোঝাব ?

প্রথমে চিন্তন করো – শিব কাকে বলে, যাঁর রাত্রি পালন হয়। সত্যযুগে হল শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। নয় থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ তো নিশ্চয়ই ফাদার দেবেন, তিনি হলেন নলেজফুল। অন্য কাউকে নলেজফুল বলা হয়না। গড ইজ নলেজফুল , রচয়িতা, বীজরূপ। তিনি ড্রামার নলেজ বলে দেবেন। ড্রামা কবে আরম্ভ হয় , কবে সম্পূর্ণ হয়, কারো জানা নেই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয় – সেসব কেউ বোঝাতে পারেনা। যিনি ত্রিকালদর্শী তিনি বলে দেবেন। ত্রিকালদর্শী তো কেউ নেই , কেবল একমাত্র বাবা ব্যতীত। উনি-ই তোমাদের ত্রিকালদর্শী করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাস্টার নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্যকে স্পষ্ট করে ঘন অন্ধকার থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে।

২) বাবা যে নিবন্ধ বা এসে (essey) দেন তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ভাবতে হবে – কাকে কিভাবে বোঝানো যায়।

বরদান :- খুশীর খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সদা খুশী থেকে এবং খুশীর দান দিয়ে মহাদানী ভব

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে বাপদাদা সবচেয়ে বড় খাজানা দিয়েছেন খুশীর খাজানা। রোজ অমৃতবেলায় খুশীর একটি পয়েন্ট চিন্তন করো আর সারা দিন খুশীতে থাকো। এইরূপ খুশীতে থেকে অন্যদেরও খুশীর দান করো, এইটি বিশাল মহাদান কারণ দুনিয়ায় অনেক সাধন হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের প্রকৃত সত্য অবিনাশী খুশীর অভাব রয়েছে, তোমাদের কাছে খুশীর ভান্ডার আছে তো দান দিতে থাকো, এইটাই হল সবচেয়ে বড় উপহার।

স্লোগান – মহান আত্মাদের পরম কর্তব্য হল – উপকার, দয়া ও ক্ষমা।